সমকাল

তারিখ ....02 AUG 2016
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

শিক্ষায় নৈরাজ্যের দায় সবার

শিক্ষা | আমিরুল আলম খান

শিক্ষাবিদ; সাবেক চেয়ারম্যান, যশোর শিক্ষা বোর্ড

প্রাচীন ভারতে শিক্ষা ও পরীক্ষা ছিল অতি কঠোর। বছরের পর বছর জ্ঞানশিক্ষায় মেনে চলতে হতো কঠোর নিয়ম। করতে হতো কঠোর পরিশ্রম। শিক্ষা শেষে ছিল কঠোর পরীক্ষা দেওয়ার পালা। গুরু আপন সন্তানের চেয়ে বেশি স্নেহে শিষ্যকে জ্ঞানদান করতেন; কিন্তু পরীক্ষা গ্রহণে সামান্য ছাড় দিতেন না। হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে বিখ্যাত সব শিক্ষালয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারত ১০-১২ শতাংশের বেশি নয়। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাবিষয়ক রচনায় এসবের বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

শিক্ষা ও তার মূল্যায়ন (পরীক্ষা) অভিন্ন প্রক্রিয়া। শিক্ষাদান কতটা সফল হলো তা মেপে দেখার নামই পরীক্ষা। একেবারে অভিন্ন কোনো মানদণ্ড না থাকলেও দুনিয়াব্যাপী প্রায় অভিন্ন কিছু কৌশল অনুসরণ করা হয়। আর সে ক্ষেত্রে মেনে চলা হয় কিছু কঠোর নিয়মনীতি।

পরীক্ষা গ্রহণের জন্য তৈরি করা হয় প্রশ্নপত্র। সে প্রশ্নপত্র কেমন হতে পারে তার অনুশীলনও চলে ক্লাসরুমে। কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আগেভাগেই ফাঁস করা, পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীদের উত্তর বলে দেওয়া কিংবা পাস করিয়ে দেওয়ার জন্য বেশি বেশি নম্বর দেওয়ার নজির বোধহয় বাংলাদেশ ছাড়া দুনিয়ার আর কোথাও নেই।

মুসলিম যুগ, ব্রিটিশ যুগ পেরিয়ে পাকিস্তান আমলেও এই পাসের হার ৩০-৩৫ শতাংশের বেশি ছিল না। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্তরের পরীক্ষায় শুরু হয় কল্পনাতীত অরাজকতা। ১৯৭২ সালে এ দেশের মানুষ প্রথম 'গণটোকাটুকি' বা 'গণনকল' নামে নতুন উৎপাতের মুখোমুখি হয়। শুধু গণনকলেই শেষ হয়নি। পরীক্ষা হলে শিক্ষকরা একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছেন কে কত বেশি পরীক্ষার্থীকে কত বেশি উত্তর বলে বা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিতে পারেন। তাদের এই চরম বেআইনি কাজে সোৎসাহে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসে শাসকগোষ্ঠী, প্রশাসন, অভিভাবক এবং সমাজের প্রায় সর্বস্তরের মানুষ। শুধু কিছু বিবেকবান মানুষ গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়ালেও শাসকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ মদদে তা অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলে।

এমন কোনো নজির আমাদের কাছে নেই যে, স্বাধীনতার পর এ দেশের ছাত্রসমাজ পরীক্ষায় নকলের দাবি জানিয়েছিল। এটা যে কোনো গণদাবি হতে পারে না, ছাত্রসমাজ তা ভালো করেই জানত। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আদর্শবান তরুণদের কেউই এমন দুর্নীতিতে জড়াতে চায়নি। জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন, সেটা ঘটেছিল রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে, যাতে তরুণ সমাজ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠার মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলে।

১৯৭৩ সালের পরীক্ষায় এমন সব লোকও অংশ নেয়, যারা বহু আগেই শিক্ষাজীবন শেষ করেছিল। এমনকি 'ফুলস্টপ' কেমন করে দিতে হয় তাও ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু তারাও পাস করেছিল প্রায় শতভাগ। কেবল তারাই ফেল করেছিল, যারা কোনো কারণে হয়তো একটি পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল। ১৯৭২ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের শিক্ষা ও পরীক্ষাচিত্র প্রায় অভিন্ন। ২০০১ সালেই প্রথম গণনকল বন্ধ করার নীতিকৌশল নিয়ে সত্যিকারের আন্তরিকতা নিয়ে আলোচনা শুরু হয় এবং ২০০২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়। সারাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি গুণগত পরিবর্তনের হাওয়া স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা কমিয়ে আনা, পরীক্ষার হলে কঠোর নজরদারি, উত্তরপত্র মূল্যায়নে কঠোরতা আরোপ, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন,

সংরক্ষণ ও বিতরণে কঠোর সতর্কতা, প্রত্যেক বোর্ডের ভিন্ন ,ভিন্ন একাধিক সেট প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ইত্যাদি পদক্ষেপে শিক্ষা ও পরীক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি ঘটে। জনগণ, প্রশাসন, শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধকরণে নেওয়া হয় ব্যাপক উদ্যোগ। বিজি প্রেসের কারও পক্ষেই অনুমান করাও সম্ভব ছিল না কোন প্রশ্নে কোন বোর্ডে পরীক্ষা হবে। ফলে প্রশ্নপত্র ফাঁস করার পথও বন্ধ হয়ে যায়। উত্তরপত্র বিতরণেও কঠোরতা আরোপিত হয় এবং উত্তরপত্রের গোপনীয়তা নিশ্চিত করা হয়। এসব ব্যবস্থার প্রতি সমাজের সর্বস্তরের মানুষ, সব রাজনৈতিক দল, প্রশাসন, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী সবার সহযোগিতার ফলে দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরে আসতে শুরু করে। পরীক্ষায় পাসের হার প্রায় ৯০ থেকে নেমে আসে ৩০-৩২ শতাংশে। বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী ২০০৩ সালে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া থেকে বিরত হয়। কেননা তারা বুঝতে পারে, নকল করে পাস করার দিন শেষ হয়ে গেছে। দেশে আবার শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসতে থাকে।

কিন্তু একুশ শতকের প্রথম দশক অতিবাহিত হতে না হতেই শুরু হয় উল্টোযাত্রা। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক মাস্তানি দিয়ে তা শুরু। ভর্তি থেকে পরীক্ষা সর্বক্ষেত্রেই আবার নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। যেখানে-সেখানে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন, আটটি শিক্ষা বোর্ডে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গ্রহণ, অবিশ্বাস্য উচ্চ হারে পাসের অশুভ প্রতিযোগিতা ইত্যাকার নানা কারণে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় আবার নেমে আসে চরম অরাজকতা। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে অসহায় হয়ে পড়ে গোটা শিক্ষা প্রশাসন। তার সঙ্গে যুক্ত হয় আমলাদের সীমাহীন ক্ষমতা প্রদর্শন। শিক্ষা, পরীক্ষা, ভর্তি ইত্যাদিতে প্রাধান্য বিস্তার করে লুটেরা পুঁজি। শিক্ষার সর্বাত্মক বাণিজ্যিকায়ন, পাঠ্যপুস্তক রচনা, প্রকাশ, নোট-গাইডের একচ্ছত্র আধিপত্য, কোচিং বাণিজ্য মিলেমিশে শিক্ষা পরিণত হয় চরম তামাশায়। রাজনৈতিক চাপে যেখানে-সেখানে স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা গজিয়ে ওঠা, টাকার বিনিময়ে, দলীয় বিবেচনায় অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ, সিলেবাস-কারিকুলাম সংস্কারের নামে নৈতিকতাবর্জিত অতি নিম্নমানের পাঠ্যপুস্তক রচনা, চরম দুর্নীতির মাধ্যমে অতি নিম্নমানের পুস্তক প্রকাশ, সৃজনশীল পদ্ধতির

নামে গোট
দেশে শিক্ষ
প্রাথমিক
নামে চরম
দুই পরীক্ষ
প্রাথমিক
বছর হাজা
দেয়। সব
শিক্ষার্থীদে
যায় সৃজন
সেন্টারে
শিশু এখন
দেশের সব
পরীক্ষার
যাচ্ছেন,
কোনো
জুনিয়র
বৈধতা ন
আত্মঘাতী
হয়ে এখ
গর্ত করে
ঘটনায়
শিক্ষাক্ষে
পরীক্ষা
খুঁজতে ন
সামগ্রিক
মতো ত
পরিস্থিতি
ও মাত্রা
সৃজনশী
পাসের
প্রদান, ভু
বিষয়ে
বৃদ্ধির ম
সর্বত্র উচ
হয়ে উ
অবক্ষয়
শিশু-কি
খেলাধুল
সব সুযে
সংগ্রহের
শিশু এখ
দেওয়ার
অনৈতিক
সততা,
বেশি যা
দুর্ভাগ্যের
সুকৃতি,
ক্রমেই দু
এভাবে
বেশি। এ

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া জ
কর্মকর্তা, কর্মচারী ও
ইন্টারন্যাশনাল মেডিে

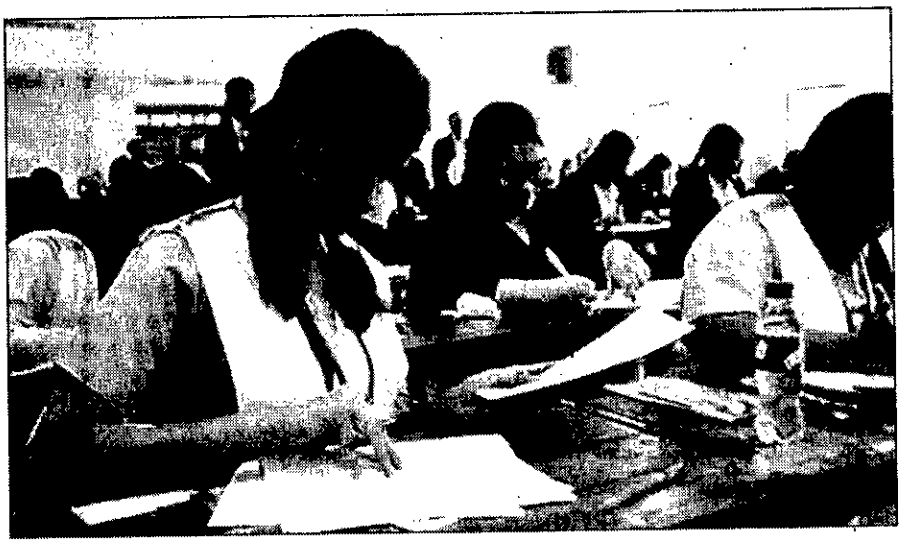

BANGL
পরিচাল
কন্ট্রাক্ট এন্ড প্র
ওয়াপদা ভ
মতিঝিল বা/
ফোন ঃ
ই-মেইল ঃ directo
Invi
Invitation Refe
e-Tender ID (f
Name of the W
e-Tender ID (f
Name of the W
e-Tender ID (f
Name of the W